শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়ার পরিচালন ব্যবস্থা

[Management of Physical Education and Sports]

Sem - 2
unit - 1

যুগ যুগ ধরে ক্রীড়া মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্বে ক্রীড়া মূলত শরীরচর্চা বা বিনোদন কেন্দ্রিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে ক্রীড়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক স্বার্থ যুক্ত হওয়ায়, পুরো বিষয়টিই একটি বিশাল আকার ধারণ করেছে। ফলেই এই বিশাল ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনার অর্থাৎ ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়েছে। এই ক্রীড়াব্যবস্থাপনা বস্তুত, অর্থ (finance), আইন (law), বিপনন (marketing), ব্যবসা-বাণিজ্য (Business)-এর সমন্বয়ে সৃষ্ট এক বিশাল interdisciplinary (আন্তঃবিষয়ক) ক্ষেত্র।

9.1 ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার ধারণা ও সংজ্ঞা [Concept and Definition of Sports Management]

যে কোনো দলগত কার্যক্রমের অপরিহার্য অংশ হল পরিচালন ব্যবস্থা (Management)। কোনো সংস্থা বা দফতরে যখন মানুষ একত্রে কাজ করে তখন পরিচালন ব্যবস্থা ছাড়া চলে না। আজকের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে একটি সুদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাই কোনো সংস্থার সাফল্যের চাবিকাঠি।

কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে 'পরিচালন ব্যবস্থা'-র সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। কারণ 'পরিচালন ব্যবস্থা'র কোনো সংজ্ঞাই সর্বজনীনভাবে গৃহীত নয়।

'পরিচালন ব্যবস্থা' বলতে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন বিষয় বোঝায় (Management means different things to different people)। এর কারণটিও যথার্থ। 'পরিচালন ব্যবস্থা' এতটাই সীমাহীন ও বিস্তৃত বিষয় যে একটি একক সংজ্ঞা দ্বারা এর সামগ্রিক বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পরিচালন ব্যবস্থা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মানুষের আচরণ সবসময়েই পরিবর্তনশীল। আবার, পরিচালন ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে নতুন বিভাগ এবং আজও এটি বিকাশমূলক স্তরে আছে তাই এর ধারণা ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।

পরিচালন ব্যবস্থার সংজ্ঞা (Definition of Management) :

জর্জ টেরি মতানুসারে "Management is a process of planning, organizing, actualizing and controlling to determine and accomplish the objectives of the use of people and resources."

অর্থাৎ, মানুষ ও সম্পদের ব্যবহারগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও সুসম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরিচালন ব্যবস্থা।

ম্যাক্ ফারল্যান্ড বলেছেন, "Management is the process by which managers create direct, maintain and operate purposive organisations through systemic, Coordinated and cooperative human effort."

অর্থাৎ, ম্যাক্ ফারল্যান্ডের মতানুসারে পরিচালন ব্যবস্থা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা পরিচালকবৃন্দ প্রণালীবদ্ধ, সমন্বয়মূলক ও সহযোগী মূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক সংগঠন তৈরি, নির্দেশ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে।

পরিচালন ব্যবস্থা বা 'Management' শব্দটিকে মানুষ ব্যবসা, বাণিজ্য বা অন্যান্য আর্থিক কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট করে থাকে। 'ক্রীড়া' বা খেলাধুলার দৃষ্টিতে ব্যবসা বা শিল্প বলে মনে হয় না। আমরা জানি যে 'ক্রীড়া' হল এমন একটি শিক্ষাক্ষেত্র যেখানে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুভব করা যায়। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো স্থান নেই।

চিত্র ৯.১ ঃ ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থা

পি. চেলাদুরাই বলেছেন, "Sports management can be defined as the coordination of resources, technologies, processes, personnel and situational contingencies for the efficient production and exchange of sports services."

অর্থাৎ, ক্রীড়া পরিষেবার সুদক্ষ নির্মাণ ও আদানপ্রদানের জন্য সম্পদ, প্রযুক্তি, প্রক্রিয়া, কর্মী ও পরিস্থিতিগত আকস্মিকতার সমন্বয়কে বলা হয় ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থা।

ডি সেনসি (De Sensi), কেলি (Kelley), ব্লান্টন (Blanton) এবং বাইটল (Beitel) এই দৃষ্টিতে ক্রীড়াব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দেন।

- **সংজ্ঞা** (Definition) ঃ শারীরশিক্ষা বা ক্রীড়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত কোনো সংগঠন (Organization) বা বিভাগের (Department) ক্রীড়াকেন্দ্রিক পরিকল্পনা (Planning), সাংগঠনিক (Organizing) কার্যকলাপ, পরিচালনা (Direction), নিয়ন্ত্রণ (Control), আয়-ব্যয়ের হিসাব (Budget), নেতৃত্ব প্রদান (Leading), মূল্যায়ন (Evaluation) ইত্যাদির সমন্বয়কে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা বলে।

পূর্বের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় এই শতকের শেষের দিক থেকে প্রায় সমগ্র বিশ্বজুড়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এর প্রভাব দেখা যায় ক্রীড়াক্ষেত্রকে আরও সুব্যবস্থিত করার চেতনা ও সুগঠিত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। এর ফলে প্রয়োজন হয় প্রশিক্ষিত ও পেশাদার পরিচালক বা পরিচালন বৃন্দের।

আধুনিক যুগে ক্রীড়া সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ক্রীড়ায় পেশাদারিত্বের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা এর মধ্যে ব্যবসা, বিনোদন ও শিল্পের সংযোগ ঘটিয়েছে। যার ফলে আজ ক্রীড়া শুধুমাত্র শিক্ষা ও সামাজিকীকরণের উপাদান নয়, মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের পথ। তাই এর পরিচালন ব্যবস্থা জরুরি।

9.2 ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার গুরুত্ব [Importance of Sports Management]

কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা নতুন পথিকে এগিয়ে চলে যখন ওই সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন, যেমন—

① কী ও কীভাবে তারা তাদের উদ্দেশ্যগুলি স্থির করে,
② নিজেদের পুঁজি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজেরা ওয়াকিবহাল কিনা,
③ তারা বুঝতে চান কীভাবে নিজেদের প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করা যায় এবং সম্মিলিত শক্তিতে কাজ করা যায়।

চিত্র ৯.২ ঃ ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা

অর্থাৎ সংস্থার কর্মীবৃন্দের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা, পুঁজি ও সম্ভাবনার অনুভব এবং প্রচেষ্টার সঠিক সংগঠনের ওপর সংস্থার বিকাশ নির্ভর করে। প্রকৃতই, পুঁজির পরিচালন ব্যবস্থা ও লক্ষ্য অর্জন একমাত্র মানুষের দ্বারাই সম্ভব। এইকারণে 'ব্যক্তি'র পরিচালন ব্যবস্থা একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক তেমনি অপরদিকে জটিলও বটে। শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়াক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন প্রকার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এদের মধ্যে কেউ জিমনাশিয়াম পরিচালনকারী, কেউ বা কোনো পরিচালনকারী, আবার কেউ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণ বিভাগের অধিকর্তা বা জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার মহানির্দেশক প্রভৃতি। এদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন হয়। এই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই সংযোগ যদি কোথাও বিচ্ছিন্ন হয় বা দুর্বল হয় তাহলে সমগ্র প্রণালী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কর্মীবৃন্দ বা কর্মচারীদের পরিচালন ব্যবস্থা বেশ কঠিন কাজ।

① বিভিন্ন দক্ষতা, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষেরা একত্রে কাজ করার জন্য একটি ছাতার তলায় একজোট হয়।
② বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা, কাজের ধরন, ব্যক্তিগত প্রবণতা, মনোভাব, মেজাজ প্রভৃতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
③ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের দুর্বলতা ও সংকোচ থাকে।
④ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের যথার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা ও বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।
⑤ মানুষকে যতই কাজের স্বাধীনতা দেওয়া হোক না কেন তার তত্ত্বাবধান না করলে সংস্থার ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

উপরের আলোচনার আধারে ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার গুরুত্বগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

① ক্রীড়া বিষয়ক নীতি, কার্যপন্থা ও কর্মসূচি গুলিকে যথাযথ দিকে নির্দেশিত করে ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থা।
② নিপুণ পরিচালন ব্যবস্থা শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে দ্রুত অর্জন করতে সাহায্য করে।

③ শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়ার মূল্যায়ন একটি উন্নত ও উপযোগী পরিচালন ব্যবস্থা ছাড়া সম্ভব নয়।

④ পরিচালন ব্যবস্থা শারীরশিক্ষাবিদ, ক্রীড়া প্রশাসক, প্রশিক্ষক, ক্রীড়াবিদ প্রত্যেককেই পুঁজির যথাযথ ব্যবহার ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

⑤ যেসকল তরুণ/তরুণীরা শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চান তাদের কাছে ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। একটি যথাযথভাবে পরিচালিত শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়া দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে পরিচালন বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে।

⑥ পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা, ক্ষুদ্র-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনার রূপায়ন, কর্মসূচি ও নীতির মূল্যায়ন, কর্মসূচির পরিবর্তন তথা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন পরিচালন ব্যবস্থার যথাযথ বোধ ছাড়া করা সম্ভবপর নয়। শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়ার ন্যায় মনুষ্য পরিচালিত বিষয়গুলির সংগঠন পরিচালনার নিপুণতা প্রয়োগ ছাড়া করা যায় না।

⑦ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থা বিশেষ সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার সক্ষমতা ও শক্তিসম্পন্ন মানুষ পরিচালন ব্যবস্থার সহায়তায় একটি সাধারণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে একত্রিত হয় এবং তারা যেমন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে তেমনই তারা নিজেদের পেশার বাইরে দর্শক, শ্রোতৃমণ্ডলী, অভিভাবক ও অন্যান্য ব্যক্তি বর্গকে সাহায্য করে।

চিত্র 9.3 : ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা

শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়াক্ষেত্রের সাফল্য এই বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীবর্গের পরিচালন সক্ষমতা ও নিপুণতার ওপর নির্ভর করে। এই কারণে ক্রীড়াক্ষেত্রের সাফল্য ও উৎকর্ষতা শুধু শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভরশীল নয়, ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যারা এই পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হন তাদের দক্ষতা, কর্মকুশলতা ও নিপুণতা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

9.3 ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা [Necessity of Sports Management]

পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা একটি আন্তঃবিষয়ক ক্ষেত্র। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। মানব জীবনে প্রধানত 4টি কারণে এই ব্যবস্থাপনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি হল— দেহচর্চা, শিক্ষা, পেশা ও বিনোদন। এর মধ্যে শরীর চর্চা ও বিনোদনের ভূমিকা প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান।

নীচে ভেনচিত্রের সাহায্যে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনাকে ক্রীড়ার একটি সাবসেট (Subset) হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং 4টি মূল ভূমিকা—ক্রীড়া এবং ক্রীড়াব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

দেহচর্চা (Physical Exercise) : দেহচর্চা বা শারীরিক অনুশীলনে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার অবদান অনস্বীকার্য। প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র বিশ্বেই শরীরচর্চার যে একটা প্রবণতাই ছিল তাই নয় শরীরচর্চা কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতারও আয়োজন হত। তাতে স্বাভাবিকভাবেই ক্রীড়াব্যবস্থাপনার একটা ভূমিকা ছিল। প্রাচীন গ্রিসে প্রত্যেক নাগরিককে মন এবং শরীরকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে হত—এটা তাদের নাগরিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ত। বর্তমানে জীবন গতিময় (fast life)। এই গতিময় জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছুটে চলেছে মানুষ। এই অতিরিক্ত গতিময় জীবনের ফলস্বরূপ মানুষ নানান রোগের শিকার হচ্ছে—যেগুলিকে **লাইফ স্টাইল ডিজিস** (Lifestyle disease) বলা হয়ে থাকে। তাই প্রয়োজন পড়েছে শরীরকে সুস্থ ও উপযুক্ত রাখার। গড়ে উঠেছে জিম (gym), ফিটনেস কেন্দ্র (Fitnes centre) এবং অগুন্তি পেশাদারী হেলথ ক্লাব (Health club)।

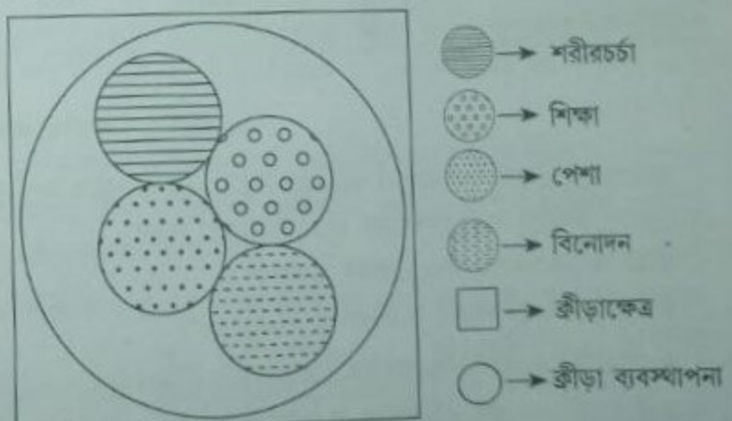

চিত্র 9.4 : ভেনচিত্রতে ক্রীড়া, ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা ও মানবজীবনে তাদের মূল ভূমিকা

শিক্ষা (Education) : শিক্ষার নিরিখে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। চ্যাপলিন, 2006 খ্রিস্টাব্দে বলেন, ক্রীড়াব্যবস্থাপনা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নবসংযোজন। এর কোনো একটি বিশেষ সংজ্ঞা সম্ভবপর নয়, কারণ এটি ক্রীড়া সম্পর্কিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রতিনিধিত্ব অর্পন, পরিচালন, আয়-ব্যায়ের হিসাব, সুব্যবস্থাপনা এবং মূল্যায়নের সমন্বিত রূপ। ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে তার জন্য নিজেকে সরাসরিভাবে ক্রীড়াবিদ (Sports person) না হলেও চলবে। শুধু প্রয়োজন ক্রীড়াপ্রেম এবং এই ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞানের, কারণ বিভিন্নরকম পেশা যুক্ত আছে এর সঙ্গে। যেমন— ফ্রন্ট অফিস, স্কুল-কলেজের স্পোর্টস শিক্ষকতা, ম্যানেজার বা পরিচালন কেন্দ্রিক পেশা তথা বিনোদনমূলক ক্রীড়ার ব্যবস্থাপক বা পরিচালক, ইভেন্ট ম্যানেজার, ফেসিলিটি ম্যানেজার। এছাড়াও ক্রীড়া অর্থনীতি, ক্রীড়া জার্নালিজম, ক্রীড়া বিপনন, ক্রীড়া অনুষ্ঠান বা নিয়মিত অনুশীলন বা ব্যবহার্য কিট (kit)-এর উৎপাদন, বন্টন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত পেশা। ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ব্যবসায়িক স্বার্থকে মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে নানান বাণিজ্যিক মডেল ও পাঠক্রম।

ভারতবর্ষের কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ক্রীড়াব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়।

① **ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট, মুম্বই এখানে ক্রীড়াব্যবস্থাপনায় :** BBA পড়ানো হয়। এটি সবচাইতে প্রাচীন। অনেক ক্রীড়াবিদ পরামর্শদাতা হিসেবে যুক্ত আছেন এর সঙ্গে।

② **জর্জ কলেজ, কলকাতা :** এখানে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় স্নাতক স্তরে পড়ানো হয়।

③ **মৌলানা আবদুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, পশ্চিমবঙ্গ :** এখানে স্নাতক স্তরে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা পড়ানো হয়।

④ **ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট (IISM), মুম্বই :** এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা পড়ানো হয়।

এই ধরনের পাঠক্রমের মধ্যে সাধারণত প্রিনসিপলস অব ম্যানেজমেন্ট, ইকোনোমিক্স, ফিনানশিয়াল অ্যাকাউন্টিং, বীজ গণিত, সাধারণ মনস্তত্ত্ব, জীব এবং জীবন বিজ্ঞান শেখানো হয়।

এ ছাড়াও ভারতবর্ষে বেশ কিছু স্বল্প মেয়াদি কোর্স আছে। ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ওপর যেগুলি খানিক সার্টিফিকেট কোর্স ধরনের। পাঠক্রম ছাড়াও, অনেক কিছু শেখানো হয়, যেগুলি পেশাদারী ক্ষেত্রে কাজে লাগে। যেমন—

- কমিউনিকেশন এবং বাণিজ্যিকরণ সম্পর্কে ধারণা
- স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা কীভাবে করা হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি।

পেশা (Occupation) : ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানের উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেশাগতভাবে উন্নতির নতুন নতুন সুযোগের সৃষ্টি হয়। ব্যবস্থাপনায় পেশাদারী মনোভাব ও আচরণের উদ্ভব ঘটে। তৈরি হয় নতুন নতুন ক্ষেত্র যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেটিক (athletic) বিভাগ, পেশাদারী দল, ক্রীড়াবিদ, শরীরচর্চা ও অনুশীলনের জন্য ফিটনেস কেন্দ্র (fitness centre), ক্রীড়া বিনোদন কেন্দ্র, ট্রেনিং কেন্দ্র এবং অজস্র আরও ক্রীড়া সম্পর্কিত কেন্দ্র। এবং স্বাভাবিকভাবেই এই সকলের জন্য প্রয়োজন হয় ব্যবস্থাপনার। লুসি (Lussier et al 2009) অনুযায়ী ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা একটি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ক্ষেত্র, যেটি ক্রীড়াশিল্প এবং ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ঘটিয়েছে।

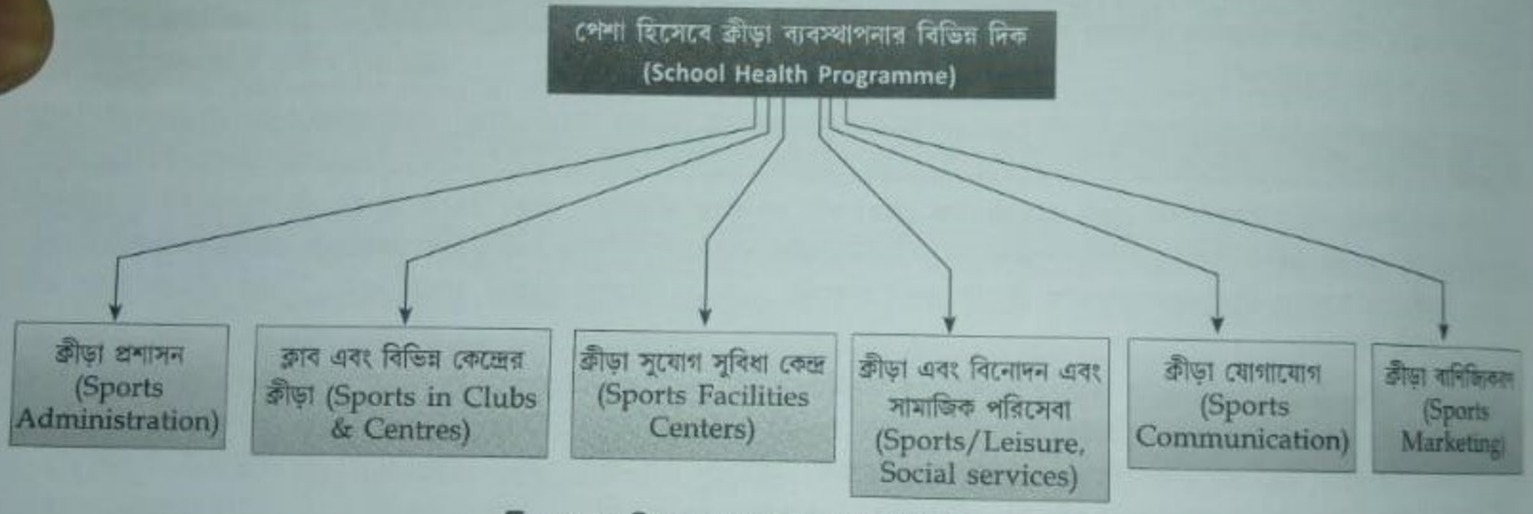

চিত্র 9.5 : ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেশাদারীত্বের সুযোগ

ভারতবর্ষে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা খানিকটা নতুন। এই পেশাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সংগঠন করা থেকে শুরু করে এই সম্পর্কিত যে-কোনো বিভাগে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া সম্ভব।

ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় কিছু পেশার উদাহরণ :

- জেনারেল ম্যানেজার (General Manager)
- ক্রীড়াক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজি প্ল্যানার (Strategic Planner)
- ক্রীড়া বিনোদনের পরিচালক বা ম্যানেজার (Sports Entertainment Director or Manager)
- ক্রীড়া সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার পদ (Different Managerial Capacities)
- ক্রীড়া সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্পের ম্যানেজারিয়াল পদ (Project Manages)
- ক্রীড়া সাংবাদিকতা (Sports Journalism)
- ক্রীড়া সম্পর্কিত যোগাযোগ ম্যানেজার (Communication Manager)
- ক্রীড়া সম্বন্ধীয় গ্রাহক বা উপভোক্তা পরিসেবায় কাজ ইত্যাদি (Sports Consumer Service Provider Jobs)
- ক্রীড়ায় ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান, মান নির্ণয় ইত্যাদি (Quality Management)
- ক্রীড়া অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন, বাণিজ্যিকরণ, পরিবেশনকারী সংস্থা বা স্পনসরদের সংগ্রহ (Media Management)
- স্পোর্টস এজেন্ট বা গাইড (Sports Agent)

বিনোদন (Leisure) : বিনোদন দান ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন দেশের মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করার একটি রীতি ছিল। এই ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিনোদন প্রদান করা। মহাভারতের যুগের পাশা খেলা, পশু-পাখি শিকার, অশ্বচালনা, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে বর্তমানের বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান—সকল ক্ষেত্রেই বিনোদন দানই মুখ্য উদ্দেশ্য। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বিনোদনের জগতে আমুল পরিবর্তন আসে। একইসঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তি যুক্ত হওয়ার কারণে ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা একটি নতুন মাত্রা পায়।

9.4 ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার নীতি [Principles of Sports Management]

ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি হল—

1. **সর্বজনীন প্রক্রিয়ার নীতি (Principle of Universal Process) :** পরিচালন ব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলি সর্বজনীন প্রকৃতির হয়। যে-কোনো পরিস্থিতিতে কম-বেশি এগুলি প্রয়োগ করা যায়। হেনরি ফায়াল নির্দেশ করেছেন যে পরিচালন ব্যবস্থার নীতিগুলি সংগঠন, ব্যাবসা, সরকারি প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। পরিচালনব্যবস্থার কাজগুলি পরিচালনা করে পরিচালকবৃন্দ। যেকোনো সংস্থা বা সংগঠনের পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ক্রীড়াক্ষেত্র তার বাইরে নয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে অর্থ, পরিকাঠামো, ব্যাবসা, ব্যক্তি ও কর্মচারি,, দফতর, প্রশাসন প্রভৃতিক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থার ব্যাপক সুযোগ থাকে। তাই এককথায় বলা যায় ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থা সর্বজনীন ক্রীড়া নির্বাহের অন্তর্ভুক্ত।

2. **উদ্দেশ্যমূলক সংগঠনের নীতি (Principle of Purposeful Organization) :** ক্রীড়াক্ষেত্রের যথাযথ উদ্দেশ্যগুলি অর্জন করার লক্ষ্যে সুদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থার সংগঠন করা হয়। এর অর্থ হল পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করা যা হতে পারে বা নাও হতে পারে। পরিচালন ব্যবস্থার সব কার্যগুলি লক্ষ্য নির্দেশিত হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলি যদি যথাযথভাবে অর্জন করা যায় তবে এর পরিচালন ব্যবস্থা সফল হয়। উদ্দেশ্যগুলি যদি যথাযথভাবে অর্জিত না হয় তবে পরিচালন ব্যবস্থার কোনো অর্থ থাকে না। ক্রীড়া সংস্থা বা সংগঠনের অস্তিত্ব তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের ওপর নির্ভরশীল হয়।

3. **সৃজনশীল কার্যক্রমের নীতি (Principles of Creative Activity) :** পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োগের মাধ্যমে এমন কার্যক্রমের সৃষ্টি করা যায় যা এর আগে কখনও সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ পরিচালন ব্যবস্থার উদ্ভাবন ক্ষমতা লক্ষ করা যায়। সর্বনিম্ন সম্ভাব্য অর্থ ব্যয় ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎকর্ষতাপূর্ণ উদ্দেশ্য সফল করা পরিচালন ব্যবস্থার কাজ।

ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যক্তি ও পুঁজি কাজে লাগিয়ে দক্ষ পরিচালকবৃন্দ বিশাল ও উদ্ভাবনপূর্ণ পরিকাঠামো তৈরি করে থাকেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য হল পুঁজি, সামগ্রী, মানবসম্পদ ও পরিকাঠামোর সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য ব্যবহার।

ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগের দ্বারা নতুন নতুন মাঠ, কোর্ট, স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, বহু-উদ্দেশ্য-সাধক হলঘর প্রভৃতি তৈরি হয়। একইসঙ্গে ক্রীড়া সংগঠন বা আয়োজনের ক্ষেত্রে সৃজনশীল কর্মসূচির ব্যবস্থা করতে গেলে সুদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা ও পরিচালক ছাড়া হয় না।

4. **ঐক্যবদ্ধ শক্তির নীতি (Principle of Integrative Force) :** পরিচালন ব্যবস্থার ভিত মানুষের দলগত ঐক্যের ওপর গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত লক্ষ্যকে দলগত লক্ষ্যে পরিবর্তন করে। মানব সম্পদ ও পরিকাঠামো সঠিক ব্যবহারের দ্বারা ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটে এবং এর জন্য মানব ও অন্যান্য সম্পদের ঐক্যবদ্ধ করা জবুরি।

5. **দলগত ঘটনার নীতি (Principle of Group Phenomenon) :** সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে অর্জন করার জন্য পরিচালন ব্যবস্থা দলগত প্রচেষ্টাকে ব্যবহার করে। বিভিন্নপ্রকার মানুষের আচরণকে সংঘবদ্ধ করাই ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এখানে ব্যক্তি দলগতভাবে যা অর্জন করে তা তারা ব্যক্তিগত বা এককভাবে কখনই অর্জন করতে পারে না।

6. **সামাজিক প্রক্রিয়ার নীতি (Principle of Universal Process) :** পরিচালন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় মানুষের দ্বারা, মানুষের সাহায্যে এবং মানুষের জন্য। এটি সামাজিক প্রক্রিয়া কারণ এটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থা বলতে বোঝায় 'ব্যক্তিবর্গের পরিচালনা', বস্তুর পরিচালনা নয়। পরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি কোনো সামগ্রীর উৎপাদন হয় না, এর মাধ্যমে ব্যক্তির প্রস্তুতি ঘটে যারা পরবর্তীতে সামগ্রী প্রস্তুত করে। পরিচালন ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থান করে মানুষ। সরাসরি যন্ত্র, পরিকাঠামো, অর্থ, সরঞ্জাম প্রভৃতি দ্বারা ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার সংগঠন করা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন মানুষের যারা উক্ত পুঁজি, সম্পদ ও বস্তুগুলির ব্যবহার। Appley-এর মতানুসারে, "Management in the development of people not the direction of things."

অর্থাৎ, পরিচালন ব্যবস্থা হল ব্যক্তিবর্গের বা মানুষের প্রস্তুতি, কোনো বিষয় বা বস্তুকে নির্দেশ দান নয়।

তাই এককথায় বলা যায়, পরিচালন ব্যবস্থা একপ্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া যা মানুষকে সামাজিকীকরণে সাহায্য করে।

7. **বহু বিভাগীয় সম্পর্কের নীতি (Principle of Multidisciplinary relation) :** আগেই বলা হয়েছে যে পরিচালন ব্যবস্থা গতিশীল মানবিক আচরণের আধারে কাজ করে। সকল প্রকার পরিচালন ব্যবস্থার ন্যায় ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থাও বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগ, যেমন— পূর্তবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, শারীরশিক্ষা, জীববলবিদ্যা, সঞ্চালনবিদ্যা, আর্গোনমিক্স, মনোবিদ্যা, অর্থনীতি, হিসাবশাস্ত্র প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। পরিচালন ব্যবস্থার জ্ঞান বিস্তৃত অধ্যয়নের ওপর নির্ভর করে। Massie-এর মতানুসারে পরিচালন ব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগের জ্ঞানের ঐক্যবদ্ধ ও বিশ্লেষণমূলক ব্যবহার।

8. **ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার নীতি (Principle of Continuous Process) :** পরিচালন ব্যবস্থা একপ্রকার গতিশীল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সকল পরিচালন ব্যবস্থার ন্যায় ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার কার্যক্রমগুলি চক্রাকারে আবর্তিত হয়। যতক্ষণ না যথাযথ দলগত লক্ষ্য অর্জিত হয় ততক্ষণ এই চক্রের আবর্তন চলতে থাকে।
বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় ক্রীড়াক্ষেত্রে আমরা অর্থসম্পর্কিত কর্মীপ্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো নির্মাণ, বিনোদনমূলক, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া প্রশাসন, শিক্ষা দফতর, সরঞ্জাম প্রভৃতি নানারকম কর্মসূচি বা কার্যক্রমের পরিচালন ব্যবস্থা লক্ষ্য করি। এই কার্যক্রমগুলি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকের যতক্ষণ না ক্রীড়াক্ষেত্রের সঠিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

9. **অর্থের নীতি (Principle of Money) :** যে কোনো পরিচালন ব্যবস্থার সঠিক ও দক্ষতাপূর্ণ সংগঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। আজ দিনে ক্রীড়া অনেক বেশি ব্যবসায়িক ধারা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাই ক্রীড়া হয়ে গেছে অনেক বেশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থ ও বাণিজ্য নির্ভর। ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থা অর্থকে কাজে লাগিয়ে আরও অর্থ উৎপাদনের কৌশল রপ্ত করেছে। তাই ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল অর্থের নীতি।

10. **মানবশক্তির নীতি (Principle of Manpower) :** মানবশক্তি বা লোকবল ছাড়া কোনো পরিচালন ব্যবস্থা চলে না। ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থা পরিচালকের নিপুণতা, প্রচেষ্টা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে। অপরদিকে কর্মীবৃন্দের আন্তরিক প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কর্মীবৃন্দ পরিচালকদের হাত শক্ত করে ও তাদের উদ্ভাবনমূলক কাজে সাহায্য করে।

9.5 ক্রীড়া পরিচালক এবং তার কর্তব্য [Sports Manager and his duties]

নিজের কাজগুলি সুসম্পন্ন করার সময় একজন পরিচালককে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়। ভূমিকা বলতে বোঝায় একগুচ্ছ সংগঠিত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ যা পরিচালকের সুনির্দিষ্ট পদমর্যাদা নির্দেশ করে। পরিচালকের কাজের দিক থেকে বিচার করলে ভূমিকা বলতে বোঝায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যেগুলির দ্বারা পরিচালকের দক্ষতা বিচার করা যায়।

পরিচালকের কাজকর্মের দীর্ঘ অধ্যয়ন করে Mintzberg পরিচালকদের তিন প্রকার কর্তব্যের উল্লেখ করেছেন, যেমন— আন্তঃব্যক্তিগত (Interpersonal), তথ্য আদান-প্রদান (Informational), সিদ্ধান্তসূচক (Decisional)।

Mintzberg বলেছেন, প্রত্যেক পরিচালক তার সংস্থা কর্তৃক বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং এর দ্বারা অধঃস্তন, সহকর্মী ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়। একজন ক্রীড়া পরিচালক বা নির্বাহক (Sports Manager) ক্রীড়াক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্তব্য পালন করে এই কর্তব্যগুলিকে তিনপ্রকার মূল কর্তব্যের আধারে আলোচনা করা হল।

1. **আন্তঃব্যক্তিগত কর্তব্য (Interpersonal duties) :** আগেই বলা হয়েছে দফতর বা সংস্থা পরিচালকে যে ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্পণ করে তার মাধ্যমেই তিনি অধঃস্তন ব্যক্তিবর্গ, সহকর্মী ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন। একজন ক্রীড়া পরিচালক ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন কর্মী, সহ-পরিচালক, খেলোয়াড়, কোচ, পরিচালনকারী, প্রশাসক, শারীরশিক্ষক, অধিকর্তা—সকলের সঙ্গে আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করেন। আন্তঃব্যক্তিগত কর্তব্যগুলি হল—

A **প্রতীকী প্রধান (Figure head) :** কোনো সংস্থার প্রতীকী প্রধান হিসেবে পরিচালক সামাজিক বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে স্বাভাবিক বা বাধ্যতামূলক কর্তব্য পালন করেন। কোনো সংস্থার বরিষ্ঠ পরিচালকবৃন্দ এই ভূমিকা পালন করে থাকে। এই কর্তব্যগুলি হল—
আনুষ্ঠানিকভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা করা, নতুন বা নবাগত কর্মীদের স্বাগত জানানো, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর চিঠিতে স্বাক্ষর করা, অন্যান্যদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগদান, পরিসেবা গ্রহণকারীদের সঙ্গে ভোজন প্রভৃতি।

চিত্র 9.6 : নেতৃত্বদান

B **নেতৃত্বদান (Leadership) :** নেতৃত্বদান পরিচালকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পরিচালকের এইসকল কর্তব্যের মধ্যে থাকে—

- ভাড়া করা বা মজুরি দিয়ে কর্মী নিযুক্ত করা, যেমন— ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রশিক্ষক, ফিজিও, ইলেকট্রিশিয়ান প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে চুক্তির ভিত্তি নিয়োগ করা হয়।
- কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা— ক্রীড়াক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পরিচালকবৃন্দ। কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক তার নেতৃত্বদানের গুণাবলি কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট থাকেন।
- পথ প্রদর্শন ও প্রেষণা দান— পরিচালক তার অধঃস্তন কর্মচারীদের পথপ্রদর্শন করেন ও প্রেষণা দান করেন। তিনি তাদের গণতন্ত্র শিক্ষা দেন ও স্বেচ্ছাচারীতার দোষ-ত্রুটি ব্যাখ্যা করেন।

C **সংযোগ বা যোগাযোগ (Liaison) :** ক্রীড়া পরিচালকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পেশা ও পেশার বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপন। যেমন— বিভিন্ন দফতরের কর্মী, আধিকারিক, প্রশিক্ষক, খেলোয়াড়, স্থপতি, সরঞ্জাম সরবরাহকারী, ক্রীড়া সংস্থা ও ক্লাব পরিচালকবৃন্দ, নেতা, প্রশাসক, অভিভাবক প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে সংযোগ বা যোগাযোগ গড়ে তোলেন। তিনি সংস্থার বিভিন্ন দফতরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজ করে থাকেন।

2. তথ্য আদানপ্রদান সম্পর্কিত কর্তব্য (Informational duties) :

[A] পর্যবেক্ষক ও প্রতিবেদক (Monitor) : সংগঠন বিষয়ক তথ্যের খোঁজ করা ও তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার সঙ্গে সংগঠনের জন্য গ্রহণযোগ্য পরিবেশ তৈরি করার উদ্দেশ্যে তথ্য আদানপ্রদান করা পরিচালকের অবশ্য কর্তব্য। এর জন্য পরিচালককে তথ্যের স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে হয়। পরিচালক সাময়িক পত্রিকা, প্রতিবেদন ও নথি-পত্র পাঠ করেন; পর্যবেক্ষণীয় ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেন; অধঃস্তন কর্মীদের নানাপ্রকার প্রশ্ন করেন ও বার্তা প্রেরণ করেন; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন যন্ত্র ও মাধ্যমগুলি ব্যবহার করেন— এইসকল কাজের মাধ্যমে একজন পরিচালক তার পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনের কাজ সম্পন্ন করেন।

[B] তথ্য বিতরণ বা প্রচার (Disseminator) : পরিচালক বা নির্বাহক প্রাপ্ত তথ্য সমূহ সংস্থার সদস্য ও কর্মীবৃন্দের নিকট প্রচার করেন। সংগঠনের স্বার্থে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিভিন্ন প্রতিবেদন, নথি-পত্র, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি অন্যান্য পরিচালক ও কর্মীদের অবগতির জন্য প্রেরণ করেন। প্রয়োজনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দূরভাষ নম্বর (Phone number) ও ই-মেল নম্বর সংগ্রহ করেন ও তা প্রচার করেন। তিনি স্থানীয় গোষ্ঠী বা এলাকার সঙ্গেও তথ্য আদানপ্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

[C] মুখপাত্র (Spokesperson) : একজন পরিচালক সংগঠন বা সংস্থার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। এই কর্তব্যটি পালন করতে গিয়ে পরিচালক একাধারে দক্ষতা, কুশলতা, বৌদ্ধিক সক্ষমতা, বাকপটুতা ও বহিরাগত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপনের সক্ষমতা প্রদর্শন করেন। অন্যান্য সংস্থার আধিকারিক, পদাধিকারী, সরকারি প্রতিনিধি, সাংবাদিক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তিনি সংগঠন, দফতর বা সংস্থার মুখপাত্র হিসেবে সংগঠনের পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মসূচির বিষয়ে তথ্য প্রদান করেন।

এই কর্তব্যটি পালন করতে গিয়ে একজন ক্রীড়া পরিচালক নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নিকট তথ্য প্রদানের বিষয়ে অঙ্গীকার বদ্ধ থাকেন। যেমন— সাংবাদিক ও গণমাধ্যম; সরকারি প্রতিনিধিবর্গ; স্থানীয় গোষ্ঠী, সমাজ তথা জনসাধারণ, ক্রেতা বা পরিষেবা গ্রহণকারী সংস্থা বা জনগণ। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ধরা যাক, ভারতবর্ষে যে অনূর্ধ্ব 17 বছরের পুরুষদের বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই খেলায় অ্যাডিডাস (Adidas) কোম্পানি বল সরবরাহ করেছে। ওই কোম্পানিতে অনেক ব্যক্তি ক্রীড়া নির্বাহক বা পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত আছেন। তার মধ্যে কোম্পানি বা সংস্থার মুখপাত্র হিসেবে একজন কাজ করেন এবং তিনি বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় বল সরবরাহ করার আগে সাংবাদিক ও গণমাধ্যম, ভারত সরকারের প্রতিনিধি, ফিফার প্রতিনিধি প্রভৃতি ব্যক্তির কাছে বলের বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ বা বিশেষত্বের বিষয়ে তথ্য প্রদান করে থাকেন। এই বিষয়ে অপর কোনো ব্যক্তি বা পরিচালক বা আধিকারিক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রদান করতে পারেন না।

3. সিদ্ধান্তমূলক কর্তব্য (Decisional Duties) : উপরে উল্লেখিত কর্তব্যগুলি পালন করার পর পরিচালকবৃন্দ যে তথ্য লাভ করেন তার ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয়।

[A] বাণিজ্য সংগঠক (Enterpreneur) : সংগঠন বা সংস্থার প্রকল্প বা কর্ম-পরিকল্পনা চালু করা ও তত্ত্বাবধান পরিচালকদের কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে ক্রীড়া সংস্থা বা সংগঠনের কর্মপরিকল্পনা বা প্রকল্প রূপায়ণ তথা কার্যে পরিণত করে পরিচালকবৃন্দ। ক্রীড়া সংস্থা বা সংগঠনের উন্নতির জন্য ক্রীড়া পরিচালক বা নির্বাহকরা অধঃস্তন কর্মীবৃন্দের কাজের তত্ত্বাবধান করেন, নতুন দ্রব্যের উৎপাদন ও প্রচারমূলক ধারণার উদ্ভাবন করেন এবং ব্যাবসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সুনির্দিষ্ট করেন।

[B] বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা প্রশমনকারী (Disturbance Handler) : সংগঠন বা সংস্থা যখন অভাবিত বা অকস্মাৎ বিপদের সম্মুখিন হয় তখন পরিচালকের কর্তব্য হল সেই বিপদ থেকে সংগঠন বা সংস্থাকে রক্ষা করা। অর্থাৎ সংগঠনের মধ্যে অবাঞ্ছিত উত্তেজনার সৃষ্টি হলে পরিচালকবৃন্দ তা প্রশমন করার চেষ্টা করেন। ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত পরিচালকবৃন্দ যে কোনো পরিস্থিতিতে কর্মীবৃন্দ, খেলোয়াড়, কোচ, সহায়তা দানকারী ব্যক্তিবর্গ—এদের দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করেন। সংস্থায় ধর্মঘট ও আন্দোলনের দ্বারা যাতে উৎপাদন বা পরিসেবা ব্যাহত না হয় তার দিকে পরিচালকদের সজাগ দৃষ্টি থাকে।

[C] সম্পদ বা পুঁজির বরাদ্দকরণ (Resource allocator) : সংস্থা বা সংগঠন পরিচালনার জন্য মানবসম্পদ, বস্তুগত সম্পদ ও অর্থ বরাদ্দ করার দায়িত্ব পালন করেন পরিচালকবৃন্দ। যে-কোনো সংস্থার ন্যায় ক্রীড়া সংস্থার সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ, ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ ও সময়তালিকা অনুসারে কর্মীদের কাজ বরাদ্দ করার কর্তব্য পালন করেন ক্রীড়া পরিচালক।

[D] আপস-আলোচনা (Negotiator) : সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে পরিচালকবর্গ অন্যান্য সংস্থা, খদ্দের, সরকারি প্রতিনিধি প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে আপস-অলোচনা করে থাকেন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল সংস্থা বা সংগঠনের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়, পুঁজির আমদানি, সরকারি অনুগ্রহ লাভ, আলোচনা সভা ও কর্মশালার আয়োজন, বিজ্ঞাপনী উদ্যোগ বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ প্রভৃতি।

ক্রীড়া পরিচালকবৃন্দ অর্থ বরাদ্দ, পুঁজি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ, সরকারি অনুগ্রহের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা ও কর্মশালার আয়োজন, প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা প্রভৃতির জন্য আপস-আলোচনা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দরকষাকষি করে থাকেন।

9.6 ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য [Purpose of Sports Management]

ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হল কোনো খেলাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুসংগঠিত করে পরিবেশন করা। এই পরিবেশন করার পিছনেও কিছু উদ্দেশ্য আছে। যেমন—

- ছাত্র-চাত্রীদের এবং জনসাধারণকে এবং শরীর চর্চার রোগ নিরাময়ে ও সুস্থ জীবনযাপনে ক্রীড়ার ভূমিকা বোঝানো।
- শিক্ষক, ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক, ক্রীড়া ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং পেশাদার কর্মীদের মনে ও আচরণে পেশাদারী মনোভাব ও নিজ নিজ দায়িত্ব সুস্থভাবে সম্পন্ন করার সচেতনতা তৈরি করা।